অ্যাডভোকেট হওয়ার ধাপগুলো:

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদেস্য হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে নিম্নে উল্লেখিত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং নিম্নের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় ।

যেভাবে নিম্ন আদালতের অ্যাডভোকেট হবেন:

১. LLB- পাস করার পর একজন শিক্ষানবীস আইনজীবীকে ১০ বছরের অধিক যে এ্যাডভোকেট আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন তার তত্বাবধানে ৬ মাসের পিউপিলেজ গ্রহণ করতে হবে এবং নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প এ শিক্ষানবিস সিনিয়রের মধ্যে কন্টাক্ট করতে হবে।

২. ৬ মাস শিক্ষানবিস পিরিয়ড শেষ করার পর, একজন শিক্ষানবিস Bar Exam এর জন্য প্রস্তুত হবেন। আবেদন পত্রের সাথে ব্যাঙ্ক পেমেন্ট স্লিপ, বার কাউন্সিল এর রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এবং শিক্ষানবিস চুক্তি ফর্ম (ইন্টিমেশন) ৩০ দিনের মধ্যে বার কাউন্সিল সেক্রেটারি বরাবর জমা দিতে হবে।

৩. রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ ৫ বছর থাকে। ৫ বছরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় পাস্ করতে না পারলে তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে।

তিন ধাপে এনরোলমেন্ট এক্সাম হয়:

i) M.C.Q. ii) Written Examination & iii) Viva

৪. সকল প্রার্থীকে এ্যাডভোকেট হওয়ার জন্য MCQ, Written & Viva তে অবশ্যই পাস করতে হবে।

** MCQ তে ১০০ টি Question এর জন্য ১০০ নম্বর থাকবে. MCQ তে ১০০ এর মধ্যে ৫০ পেলে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ১০০ নম্বর এর MCQ এর জন্য সময় থাকবে ১ ঘন্টা।

**১০০ নম্বর এর ৪ ঘন্টার লিখিত এক্সাম হবে। পাস করার জন্য কমপক্ষে ৫০ মার্ক পেতে হবে। Written এ অকৃতকার্য করলে তাকে আবার MCQ দিয়ে আবার লিখিত এক্সাম এ অংশ গ্রহণ করতে হবে।

**লিখিত পরীক্ষায় পাস করলেই কেবল ভাইভা তে অংশগ্রহণ করা যাবে. ভাইভাতে পাস করতে হলে ৫০ এর মধ্যে ২৫ পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দিন থেকে ভাইবার জন্য ৩ বছরের মধ্যে ৩ টি চান্স পাওয়া যাবে।

** সকল পরীক্ষায় পাস করার পর বার এর সদস্য পদ নিতে হবে। যে ব্যাক্তি যে বারে কাজ করতে চান তাকে সে বারে মেম্বারশিপ নিতে হবে।

হাই কোর্ট ডিভিশন এ প্রাকটিস করতে হলে পুনরায় Written এবং ভাইভাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। হাই কোর্টে এর একজন আইনজীবী হাই কোর্ট এবং সকল অধস্তন জজ কোর্ট এ প্রাকটিস করতে পারবেন।

কিভাবে High Court এর অ্যাডভোকেট হওয়া যায়-

১. যদি একজন অ্যাডভোকেট জজ কোর্টে ২ বছর প্রাকটিস করে থাকেন অথবা

২.যদি একজন অ্যাডভোকেট Bar-at-Law from UK করে থাকেন বা LLM এ সেকেন্ড ক্লাস বা ৫০% মার্ক পান এবং একজন সিনিয়র এর সাথে কমপক্ষে ১ বছর কাজ করে থাকেন ।

৩. অবসরপ্রার্প্ত জুডিসিয়াল অফিসার যিনি কমপক্ষে ১০ বছর কাজ করেছেন। তবে তাকে লিখিত এক্সাম এ অংশ গ্রহণ না করলেও ভাইভাতে অবশ্যই পার্টিসিপেট করতে হবে।

২. একজন অ্যাডভোকেট কে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে শিক্ষানবিস এগ্রিমেন্ট ফর্ম নিতে হবে যা একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট স্বাক্ষরে করবেন।

৩. শিক্ষানবিস কাল শেষ করার পর, বার কাউন্সিল থেকে এক্সাম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম কালেক্ট করে তা নির্দিষ্ট ফী সহ বার কাউন্সিল এ জমা দিতে হবে এবং প্রার্থীকে লিখিত এবং ভাইভাতে পার্টিসিপেট করতে হবে।

সকল এক্সাম এ পাস্ করার পর একজন অ্যাডভোকেট হাই কোর্টে এ প্রাকটিস করার সুযোগ পাবে। কিন্তু পারমিশন পাবার এক বছর পর আবার সুপ্রিম কোর্ট বার এর মেম্বার হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ তে পার্টিসিপেট করতে হবে।

কিভাবে Appellate Division প্রাকটিস করার অনুমতি পেতে হয়:

একজন অ্যাডভোকেট যদি হাই কোর্ট এ ৫ বছর প্রাকটিস করে থাকেন তাহলে তিনি Appellate Division এ প্রাকটিস এর অনুমতি পাবেন। কিন্তু বিশেষ পারমিশন নিয়ে ও Appellate Division এ শুনানি করা যাবে।